যায়যায়দিন

তারিখ JUL 29 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

আলোচনায় বসা নিয়ে ধর্মঘটী শিক্ষকরা বিভক্ত

যাযাদি রিপোর্ট

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা নিয়ে ধর্মঘটী শিক্ষক মোর্চাগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক পক্ষ আলোচনার জন্য পৃ১৫ >> ক৭

আলোচনায় বসা নিয়ে ধর্মঘটী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের ডাকের অপেক্ষায়। শিক্ষকদের দুটি বড় মোর্চাসহ আরেক পক্ষ ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, দাবি মানার ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত তারা আলোচনায় বসবে না। তবে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা মনে করছেন, সরকার আলোচনার নামে কৌশলে চলমান ইস্যুকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যই সরকার এ কৌশল নিয়েছে। আগামী মাসে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাকে সামনে রেখে অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে শিক্ষকদের পক্ষে ধর্মঘট অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

ওদিকে শিক্ষামন্ত্রী আগামীকাল রবিবারের মধ্যে শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বললেও গত রাত পর্যন্ত শিক্ষকদের কোনো মোর্চাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীও গত রাতে যায়যায়দিনকে বলেছেন, 'এখনো শিক্ষকদের বিভিন্ন মোর্চার সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ ও আলোচনা চলছে। এ সপ্তাহেই আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করা হবে।' এদিকে শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হলেও আন্দোলনরত শিক্ষকদের বড় দুটি মোর্চা এতে যাবে না বলে জানিয়েছে। এ সত্ত্বেও বাকি মোর্চার নেতাদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। আবার বিরোধী দল সমর্থক জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট চলমান ইস্যুতে আগামী ২৩ আগস্ট হরতাল ডাকায় ক্ষুব্ধ হয়েছে সরকার। এ কারণে এ মোর্চাকে এবার আলোচনায় নাও ডাকা হতে পারে। ফ্রন্ট অবশ্য বরাবরই বলে আসছে, ১০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করার আগে তারা সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসবে না।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক এম আউয়াল সিদ্দিকী গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, আমরা আলোচনার অপেক্ষায় আছি। আমরাও চাই সব সংগঠনকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সরকার সমস্যার সমাধান করুক। আজ পরিষদের জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

সরকার সমর্থক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনার উদ্যোগের ব্যাপারে বলেছেন, সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের বাকি ১০ ভাগ দিতে রাজি হলে আমরা ওই আলোচনায় যাবো।